পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৬ই চৈত্র, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে মার্চ ১৯৮১ ইং : ২৪শে জামাঃ আঃ , ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৪শ বর্ষ

আহ্‌মদী ৩১শে মার্চ, ১৯৮১ ইং ২২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (২য় পারা : ২৮ ও ২৯শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'মোহাম্মদীর উম্মত ও উম্মতী নবী' :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব	৫
* জুময়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহম্‌দ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* ঘানার সালানা জলসা উপলক্ষে বিশেষ বাণী :	অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা—(৬৪)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১০
* ২৩শে মার্চ—ধর্মের ইতিহাসে এক কালবিজয়ী পবিত্র দিবস :	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* একটি গুরুত্বপূর্ণ খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* সংবাদ ঃ		১৭
* একটি ঈমানবর্ধক সভা		
* নাইজেরিয়ার বার্ষিক জলসা		
* মসীহ্‌ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত	সংকলন : আঃ সাঃ মাঃ	

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৬ই চৈত্র, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে মার্চ ১৯৮১ ইং : ৩১শে আমান, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

২২২। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ইমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, এবং এক মোশরেক নারী তোমাদের নিকট যতই পছন্দনীয় হউক, তাহার অপেক্ষা এক মোমেন দাস নিশ্চয় শ্রেয়; এবং মোশারেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাহাদের সহিত (তোমাদের মুসলমান নারীগণের) বিবাহ দিওনা; এবং এক (স্বাধীন) মোশরেক তোমাদের নিকট যতই পছন্দনীয় হউক তাহার অপেক্ষা এক মোমেন কৃতদাস নিশ্চয়ই শ্রেয়; ইহারা (তোমাদিগকে) দোযখের দিকে ডাক দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় আদেশ দ্বারা (তোমাদিকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাক দেন, এবং তিনি মানব জাতির জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যেন তাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

২৮শ রুকু

২২৩। ইহারা তোমাকে ঋতুস্রাব কালে স্ত্রীদের নিকট যাওয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, ইহা এক অনিষ্টকর বিষয়। সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক থাক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পবিত্র না হয় তাহাদের নিকট গমন করিও না। সুতরাং যখন তাঁহারা (স্নান করিয়া) পবিত্র হয় তখন যেদিক হইতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন তাহাদের নিকট গমন কর; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বার বার তওবাকরীগণকে ভালবাসেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা রক্ষণকারীগণকেও ভালবাসেন।

২২৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য এক প্রকার ক্ষেত স্বরূপ, সুতরাং তোমরা যে ভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেতে গমন কর; এবং নিজেদের জন্য পূর্ব হইতে কিছু পাঠাও এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে নিশ্চয়ই তোমরা তাহার সহিত মিলিত হইবে এবং মোমেনদিগকে (সেদিন সম্বন্ধে) শুভ-সংবাদ দাও।

২২৫। এবং তোমরা সদ্ব্যবহার, তাকওয়া এবং লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন-এর ব্যাপারে) আল্লাহ্কে নিজেদের কসমের লক্ষ্যস্থল করিও না। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২৬। আল্লাহ্ তোমাদের (কসম গুলির মধ্যে) বেহুদা কসম গুলির জন্য তোমাদিগকে ধরিবেন না। কিন্তু যাহা (অর্থাৎ যে পাপ) তোমাদের অন্তর (সংকল্প করিয়া) অর্জন করিয়াছে উহার জন্য তোমাদিগকে ধরিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ (হইতে পৃথক হওয়ার) কসম খায়, তাহাদের জন্য অপেক্ষাকাল মাত্র চার মাস (বিধেয়) হইবে। অতঃপর যদি তাহারা এই সময়ের মধ্যে মীমাংসার দিকে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল বারবার করুণাকারী।

২২৮। এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ নিজদিগকে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত নিরস্ত রাখিবে। এবং যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর তাহাদের ঈমান থাকে তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না। এবং যদি তাহাদের স্বামীগণ আপোসে মিল করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে (স্ত্রীত্বে) ফিরাইয়া লইতে অধিকতর হকদার; এবং স্ত্রীগণের উপর যেরূপ দায়িত্ব সমূহ রহিয়াছে সেইরূপ ন্যায় সংগতভাবে তাহাদের কতকগুলি অধিকারও রহিয়াছে, কিন্তু নারীগণের উপর পুরুষগণের (এক প্রকার) শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৯শ রুকু

২৩০। এই প্রকার তালাক (যাহাতে পুনর্মিলন সম্ভব) দুইবার (হইতে পারে), অতঃপর (স্ত্রীকে) ন্যায় সঙ্গতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে এবং তোমাদের জন্য উহার (তথা ঐ মালের), যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ, কোন অংশ (ফেরৎ) নেওয়া বৈধ নহে, কেবল সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, যখন তাহাদের উভয়ের আকাঙ্খা হয় যে তাহারা আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা সমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজনে আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা সমূহ রক্ষা করিতে পারিবেনা, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না। যদি সে অর্থাৎ (স্ত্রী) কোনকিছু মুক্তিপন হিসাবে দেয়। এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা, সুতরাং তোমরা উহা লঙ্ঘন করিবে না, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা সমূহ লঙ্ঘন করে, (জানিও) তাহারাই (প্রকৃত) অত্যাচারী।

২৩১। অতঃপর যদি সে (উপরে বর্ণিত দুই তালাক কাটিয়া যাওয়ার পরও তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে (তাহাকে বাদ দিয়া) অপর স্বামীকে নিকাহ করিবে। ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনর্মিলনে কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে তাহারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা সমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, যাহা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহাদের নির্ধারিত সীমা-কালের (এর শেষ সীমা) পূর্ণ করে তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়সংঙ্গতভাবে রাখ অথবা ন্যায় সংগতভাবে বিদায় দাও এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে (এই নিয়তে) যে (পরে আবার) তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে তাহাদিগকে আটকাইও না। এবং যে এইরূপ করে (জানিও যে) সে নিজের জানের উপর যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না, এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়মত (হইয়াছে) উহা স্মরণ রাখিও এবং (উহাও স্মরণ রাখিও) যাহা তিনি নাযেল করিয়াছেন তোমাদের উপর অর্থাৎ কিতাব এবং হিকমত, যদ্বারা তিনি তোমাদিকে উপদেশ দেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ সকল বিষয় উত্তম জানেন। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

মুহাম্মদীয় উম্মৎ ও উম্মতী নবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৮৬। হযরত উকবাহ্ বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যদি আমার অব্যবহিত পরে কোন নবী * আসার প্রয়োজন থাকিত, তবে (হযরত) উমর (রাযিঃ) নবী হইতেন।"

['তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব ; 'মানাকিবু উমার' (রাযিঃ) ; ২:২০৯ পৃঃ)

৪৮৭। হযরত সায়াদ বিন আবি-ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফরমাইয়াছিলেন : "আমার নিকট তোমার স্থান সেই, যাহা মুসার (আঃ) নিকট হারুনের (আঃ) ছিল কিন্তু আমার পর কোন নবী নাই * ['বুখারী ; 'কিতাবুল ফাযাইল ; 'বাবু ফাযাইলে আলী (রাযিঃ) ইব্নে আবি তালেব ; ২:৬৩২ পৃঃ 'মুসলিম ; 'কিতাবুল ফাযায়েল ; 'বাবু ফাযাইলে আলী (রাযিঃ) বিন আবি তালেব ; ২:২৭৮ পৃঃ মিশর সংস্করণ ; 'মুসনদে আহমদ ; ১:৩৩১ পৃঃ, তাবাকাত ইব্নে সা'দ ; ১৫ পৃঃ]

৪৮৮। হযরত ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত ইব্রাহীম রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওয়াফত হইলে হুজুর (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন : "যদি আমার পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকিত, তবে সে সিদ্দিক (সত্যবাদী)

---

* নোট ঃ—অর্থাৎ, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে নাবুওয়াত ধারণ ক্ষমতা এবং রিসালতের গুণ ও কল্যাণ বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ "বায়দি" অর্থ—"আমার পরিবর্তে" করিয়াছেন। ৪৯২, ৪৯৪ নং হাদিস দেখুন।

* এই হাদিসের অর্থ, তবুক যুদ্ধে হযরত আলী (রাযিঃ) মদীনায় নায়েব বা মোকামী আমীর নিযুক্ত হওয়া এবং হযরত হারুণ আলাইহেস সালামের মধ্যে তুলনা মাত্র যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড়ের দিকে সফর করিয়াছিলেন। 'বায়দি' অর্থ এখানে 'গাইরি' (আমি ছাড়া নবী নাই)। যেমন এই আয়াতে 'বায়দি' শব্দ 'গায়রি' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে—"ফা-মাঁই ইয়াহাদিহে মিম্ বায়দিল্লাহ" ('সুরাহ জাসিয়াহ, ৪৫:২৪) উক্ত আয়াতে 'বায়াদিল্লাহ" অর্থ "আল্লাহ্তায়ালা ভিন্ন" করা হয়। ['কুর'াতুল-আয়ীন, ফি তাফসীলিশ্-শেখাইন ; হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দহলবী রহমতুল্লাহে প্রণীত ; ২০৬ পৃঃ] অর্থাৎ হাদিসটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে 'তবুকের যুদ্ধের সময় মদীনায় আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা হারুন (আঃ)-এর ন্যায়, কিন্তু মুসা (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে

নবী * হইত এবং তাহার মাতামহের জাতি কিব্‌তিগণ কুফরের গোলামী হইতে রেহাই পাইত।"

['ইবনে-মাজাহ ; কিতাবুল-জানায়েব, 'বাবু মা জা ফিস্‌ সালাতে আলা ইব্‌নে রাসুলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া যিকরে ওফাতিহি ; ১:২৩৭, মৎবার ইলমিয়া ; ১৩১৩ হিঃ সংস্করণ]

হারুন (আঃ) নবীও ছিলেন কিন্তু আলী (রাঃ) আমার অনুপস্থিতিতে স্থলাভিষিক্ত হইলেও নবী হইবে না ; কেননা আমি ভিন্ন কেহ নবী নহে।'

* "ইমাম মুল্লা আলী-উল-কারী রহমতুল্লাহে আলাইহে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন : "যদি ইব্রাহীম জীবিত থাকিতেন এবং নবী হইতেন এবং তেমনি যদি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী হইতেন, তবে তাঁহার (সাঃ আঃ) অনুবর্তী হইতেন, যেমন ঈসা, খিযির, ইলিয়াস। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্য "খাতামুন্নাবিয়ীন"-এর বিরোধী নয়, যেহেতু ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার (সাঃ আঃ) পরে এমন কোনো নবী আসিবেন না, যিনি তাঁহার শরিয়ত বা ধর্মকে রহিত করিবেন এবং এরূপ নবীও আসিবেন না যিনি তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।"

[মওযুয়াতে কাবীর ; ৫৮-৫৯ পৃঃ এবং দেখুন হাদিস নং ৪৯৫] (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকাম সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ইহলৌকিক জীবনে যে বিশ্বাস পোষণ করি, যাহা লইয়া আমরা সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে এই নশ্বর জগত হইতে প্রস্থান করিব, তাহা এই যে, আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেছেন খাতামান নাবীয়ীন এবং খাইরুল মুরসালীন, যাঁহার হস্তে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই পুরস্কার চরমত্বে পৌঁছিয়াছে, যাহার দ্বারা মানুষ সত্য পথ গ্রহণ করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।" [ইযালায়ে আওহাম]

"জনাব সাইয়েদানা ওয়া মাওলানা, সাইয়েদুল কুল ওয়া আফজালুর রসুল হযরত খাতামান নাবীয়ীন মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য এক উচ্চস্থান ও উন্নত মর্যাদা আছে, যাহা একমাত্র সেই পূর্ণগুণময় ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষে উক্ত মর্যাদালাভ করা দূরে থাকুক, উক্ত মর্যাদার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও কঠিন।

(তৌযিহে মারাম)

'মহাম্মদীয় নবুওয়ত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়তের দুয়ার বন্ধ'

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (অনুবর্তিতা) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বারবার আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুওয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয় আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্তী) হয়েন।"

[তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না"

"ইহা নিশ্চয় যে পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদিগের মত তোমাদিগকেও নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে। অতএব সতর্ক রহিও, যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয়, তবে আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। ইহা নিশ্চয় যে তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রহিবে। কিন্তু তোমরা তাহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ তোমাদের খোদা দেখিতে চাহেন যে, তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ় সংকল্প কি না। তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা দুঃখ ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।

কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেদের আত্মাকে-পবিত্র করেন এবং আপন প্রভুর (খোদার) সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবে না। খোদা কখনও তাঁহাদিগকে তিরস্কৃত করিবেন না। কারণ তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রু আক্রমণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ। কারণ, তাঁহারা খোদাতায়ালার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং খোদাতায়ালা তাঁহাদের সহায়ক আছেন। ইহারাই খোদাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখন ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।"

"সেই খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে কিন্তু খোদা, যিনি তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না! আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি। আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১১-১২ এবং ১৭)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ তারিখে মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

সর্বক্ষণই দোওয়ায় রত থাক। কুরআন করীমে, সাত শত আদেশ প্রদান করা হইয়াছে—তৎসমূদই যথাযত ক্ষেত্রে পালন করা কর্তব্য।

রাবওয়া, ২৭শে তাবলীগ/ফেব্রুয়ারী—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে আকসায় জুমার নামাজ আদায়ের পূর্বে খোৎবা প্রদান করিতে গিয়া নিম্নরূপ আয়াত তেলাওত করেন :

"ওয়াল্লাজীনা আমানুবতেগায়া ওয়াজহে রাব্বেহিম ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আনফাকু মিম্মা রাজাকনাহুম সির্রাও ওয়া আলা নিয়াতান ওয়া ইয়াদরাউনা বিলহাসানাতেস সাইয়েয়াতা উলায়েকা লাহুম উকরাদ-দার।" (সুরা রা'দ : ২৩ আয়াত)

(অর্থাৎ—"যাহারা তাহাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে এবং নামাজ কায়েম করে, এবং তাহাদিগকে যাহাকিছু আমরা দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং পাপ ও অনিষ্টকে পুণ্য ও উত্তম ব্যবহারের দ্বারা অপনোদনে চেষ্টিত হয়। তাহাদের জন্যই পরকালীন উত্তম গৃহ নির্ধারিত।")

উক্ত আয়াতের তফসির তথা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে ইহাতে মানবজীবনের সহিত প্রতিমুহূর্ত সম্পর্কবিশিষ্ট এক বুনিয়াদী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহা এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে তাঁহার বান্দারা যেন নামায এবং দোওয়াকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে। হুজুর বলেন, পাঁচওয়াক্তের নামাজ প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষণই দোওয়ায় রত থাকার জন্য স্তম্ভস্বরূপ কাজ করে। হুজুর বলেন, ইহাতে এই তত্ত্বটিই বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি বাহুবলে হাসিল হইতে পারে না। উহার জন্য খোদাতায়ালার নিকট তওফিক বা সামর্থ্য প্রার্থনা করা উচিত।

হুজুর বলেন, উক্ত আয়াতে দ্বিতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে এই যে, কুরআন শরীফের প্রতিটি হুকুমের প্রতি অনুগত হও। শুধু নামাজ পড়া, অথবা মসজিদে যাইয়া সুদীর্ঘ নফল আদায় করিয়া মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লওয়া, আর উহার সহিত রমজানের রোযা রাখা, হজ্ব করা, জাকাত দেওয়া, আর্থিক কুরবানী করা—এই কয়েকটি বিষয়ই যথেষ্ট নয়। হুজুর বলেন, কুরআন করীমে সাতশত হুকুম প্রদান করা হইয়াছে—ঐ সমুদয় আদেশ পালন করা জরুরী। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের নিকট শুধু দুইএকটি বিষয় সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিবেন না বরং তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন যে, 'কুরআন করীমের উপর তোমারা আমল করিতে কিনা?' কাজেই প্রতিটি পুণ্য বা নেক আমল উহার যথাযত ক্ষেত্রে পালন করা উচিত। যদি কুরআন করীমের তেলাওতে কোন বেচারা ছাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা

হইলে এই রূপ তেলাওত করা সওয়াব নয় বরং গোনাহ্‌র কারণ হইবে। হুজুর বলেন, শুধু পাঁচদশটি কথায় ইহা মনে করা যে, সেগুলিতেই কুরআন করীমের সৌন্দর্য, আলো এবং সূক্ষ্মতা সীমাবদ্ধ—ইহা যথার্থ ও যথেষ্ট নয়। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সামনে তোমরা তোমাদের মাথা পাতিয়া দাও যেভাবে একটি ছাগ কসাইয়ের সামনে পাতিয়া দেয় কিন্তু জবরদস্তিরূপে নয় বরং পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে এরূপ কর।

হুজুর বলেন, তৃতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে এই যে, তোমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা কিছু দিয়াছেন সে সব কিছুর মধ্য হইতে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে দান কর। আল্লাহ্‌ মানুষকে ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা, জীবন ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সহস্র প্রকারের নেয়ামত দান করিয়াছেন কিন্তু বলিয়াছেন, সেগুলির মধ্য হইতে প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ অনুযায়ী তাঁহার পথে প্রয়োগ কর। হুজুর তাহাজ্জুদ নামাযের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে ইহার বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে এত ক্ষীণ স্বরেও নামাজ পড়িবে না যে তুমি নিজেই শুনিতে বা বুঝিতে না পার। আর এত উচ্চস্বরেও পড়িবে না যে, অন্যেরা আওয়াজ শুনিতে পাবে। হুজুর বলেন, এইরূপ নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক পুণ্যকর্ম আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করা উচিত। কোন কাজই ফেৎনা-ফসাদ ও বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়।

হুজুর বলেন, ইহা একটি ক্ষুদ্র আয়াত কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামী শিক্ষার সার-কথা বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর বলেন, এই সকল নির্দেশ অনুযায়ী চলিয়া আমরা সকলেই আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম মোতাবেক জীবনযাপনকারী হইতে পারিব। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাতসমূহ হইতে অংশ লাভ করিতে পারিব। হুজুর দোওয়া করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে স্বীয় জান্নাতালয়ে স্থান দান করেন, ইহজগতেও এবং পরকালেও এবং আমাদের উপর স্বীয় ফজল ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

ইহার পর হুজুর বাজামাত জুম্‌য়ার দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করেন এবং সালাম ফিরাইবার পর যথারীতি এগারবার মৃদুস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'—বিরেদ করেন। সকল মুসল্লিগণও হুজুরের অনুকরণে এই কলেমা-তৌহীদ-মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করেন। অতঃপর হুজুর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে 'আসলামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' উচ্চারণ করিয়া মসজিদ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ('আল-ফজল' ৭ই মার্চ ১৯৮১ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'
[—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

ঘানা জামাত আহমদীয়ার ৫৫তম সালানা জলসা উপলক্ষে বিশেষ বাণী

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আমরা দুর্বল, কিন্তু আল্লাহতায়ালার ওয়াদা ও শুভসংবাদ সমূহ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

পথের প্রতিবন্ধকতা ও সংকটাবলী আল্লাহতায়ালার ফজলে বিদুরীত হইবে।

ঘানা (পঃ আফ্রিকা)-এর জামাতে আহমদীয়ার ৫৫তম বার্ষিক জলসা বিগত ৮, ৯ ও ১০ই জানুয়ারী ১৯৮১ইং সল্টপণ্ডে প্রায় অর্ধ লক্ষ জনসমাগমে অপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) যে বিশেষ বাণী প্রেরণ করেন উহার পূর্ণ বিবরণ (বঙ্গানুবাদ) নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিসমিল্লাহ ও দরূদের পর হুজুর বলেন :

প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতাগণ! আস্-সালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু

খোদাতায়ালার রহমতের ছায়া সদা আপনাদের শিরে বিরাজ করুক এবং তাঁহার অগণিত ফজল আপনাদের উপরে বর্ষিত হউক। আমি জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে, ঘানার আহমদী জামাতসমূহের সালানা জলসা তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমার দোওয়া এই যে, আল্লাহতায়ালা এই জলসাকে সকল দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং ইহাতে অংশগ্রহণকারী আহমদীদিগকে এই জলসার বরকত ও আশিস হইতে অধিকতর উপকৃত হইবার তওফিক দিন। আমীন।

বর্তমানে আমাদের জামাত নিজেদের জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক সময়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে। ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তিগুলি বাহ্যতঃ প্রবল, এবং আমরা অত্যাধিক দুর্বল, বরং অস্তিত্বহীন। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ওয়াদা ও শুভ-সংবাদসমূহ এবং জগতের দিগন্তে উদ্ভাসিত সেগুলির পূর্ণতার যে সকল পূর্বাভাস ও চিহ্নাবলী আমরা আমাদের রুহানী চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছি উহাতে আমরা এই একীন ও দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত যে, এই সকল ঐশী ওয়াদা ও সুসংবাদ অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইবে। যদিও পথে বহু বাধা-বিঘ্ন ও সংকট উপস্থিত হইবে কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজল এবং কৃপাও মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনাদের জন্য আমার পয়গাম এই যে, শোকর এবং হামদে আপ্লুত হৃদয়ে দিবারাত্র দোওয়ায় রত থাকুন এবং ইসলামের গালাবা ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও জিদ্দোজেহাদ এবং কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ও তৎপর থাকুন, শুধু নিজেরাই নয় বরং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকেও উহার জন্য প্রস্তুত করুন, যাহাতে আল্লাহতায়ালা সেইদিন শীঘ্রই আনয়ন করেন যেদিন শুধু আফ্রিকা মহাদেশেই নয় বরং সমগ্র বিশ্ব যেন 'উম্মতে ওয়াহেদা'—একই মণ্ডলীতে পরিণত হইয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র পতাকার নীচে সমবেত হয় এবং এইরূপে হযরত মসীহে মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) -এর নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হইতে আমরা স্ব চক্ষে দর্শন করিতে পারি :

"ইসলাম বিজয় লাভ করিবে।..... ...ইসলামের গৌরবের দিন সন্নিকট; এবং আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আকাশে উহার বিজয়-চিহ্ন প্রকাশমান।" (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

"খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার জানাইয়াছেন যে, তিনি আমার সঙ্ঘকে বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীগণের সঙ্ঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন .... এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দ্রুত বর্ধমান হইবে এবং অচিরেই সারা জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে, কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

হে খোদা! তুমি এরূপই কর, অন্ধকারের ঘনঘটা যেন অপসারিত হয়, জগতবাসীর হৃদয় ইসলামের আলোকে আলোকিত হয় এবং হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বতে সিক্ত হইয়া এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার সামনে ঝুকিয়া পড়ে। আমীন।

মীর্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ
১৫।১২।৮০ইং

অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

বিশেষ দোওয়ার আবেদন

৩রা, ৪ঠা ও ১৫ই এপ্রিল ১৯৮১ইং তারিখে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব ২৯শে মার্চ তারিখে ঢাকা হইতে বিমানযোগে করাচী রওয়ানা হইয়াছেন। মজলিসে শুরার পূর্ণ সাফল্য ও হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু, মোহতরম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ সফর এবং জামাতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও হেফাজতের জন্য প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নী নিয়োমিত দোওয়া জারী রাখিবেন।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মন্তুদ সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে, সরাইলের অধিবাসী জনাব মীর মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব (ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) বিগত ১৫ই মার্চ ১৯৮১ইং অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া ময়মনসিংহ সরকারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রাখিয়া যান। উল্লেখ্য যে, মরহুম ছিলেন মিরপুর (ঢাকা) নিবাসী আল-হাজ্ব মোঃ আবদুস সালাম সাহেবের বড় জামাতা এবং মরহুম মীর সিদ্দীক আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি একজন ধর্মভীরু, অমায়িক এবং অত্যন্ত মুখলেস আহমদী ছিলেন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সকলের নিকট দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬৪)

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মীর্যা সাহেব কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন? তিনি এমন একটি শিষ্যমণ্ডলী তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন যাঁরা একদিক দিয়ে সুশিক্ষিত এবং সেই সংগে তাদের বিশেষ রয়েছে খোদাতায়ালা, তাঁর রসুলগণ, ফেরেস্তা, নামায, মোযেযা, ওহী-ইলহাম, পরকাল এবং বিশেষ বিচার দিবস, বেহেস্ত ও দোযখ সম্বন্ধে এবং যাঁরা ইসলামের অনুসৃত সাধারণ ধর্মীয় কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী পালন সদা তৎপর থাকেন। এই সব অনুসারী মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোকের মধ্যে নামায, রোযা, ইত্যাদি বিষয়ে শিথিলতা দেখা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ফজলে হযরত মীর্যা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণ পার্থিব কাজ-কর্ম ও পেশার অনুশীলনের সংগে সংগে আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁর পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ -এর প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং বিশ্বাস ও সৎকর্মের মাধ্যমে ইসলামকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যখন তাঁরা নামায আদায় করেন তখন তাঁহাদের চোখ যেমন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তেমনি তাদের হৃদয় খোদাতায়ালার শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি অপেক্ষা ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ের সম্পর্ক অধিকতর গাঢ় এবং গভীর। তাঁহাদের অনেকেই পার্থিব পেশা বা চাকুরীর পরিবর্তে ইসলামের খেদমতের জন্য নিজ জীবন 'ওয়াকফ' করেছেন এবং ইসলামের সেবায় দেশ-দেশান্তরে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আহমদীয়া জামাতের মুসলমান ভাইগণ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় বিশ্বাস-নন্দিত জীবনের উদ্দেশ্যে দুঃখ দারিদ্র্য সর্বাবস্থায় ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার আদেশে উদ্বুদ্ধ। তাঁরা যথেচ্ছাচারী জীবনের কলুষিত হাতছানী হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে বদ্ধ-পরিকর এবং স্বেচ্ছাচার ও বল্গাহীন জীবনধারার পরিবর্তে ইসলামের গৌরবময় আদর্শকে সমুন্নিত রাখার জন্য তাঁরা তাঁহাদের ইমামের নির্দেশে সুশৃংখল এবং সৎকর্মশীল জীবন পদ্ধতিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত প্রতিষ্ঠান এবং শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমেই দাজ্জাল তার ক্ষয়-ক্ষতিজনিত মারাত্মক পরিকল্পনা কার্যকর করেছে। এই সুবিন্যস্ত দাজ্জালী ফেতনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করার জন্য ইসলামের তরফ থেকে যে প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য ছিল সেই ব্যবস্থাকেও হতে হবে তেমনিভাবে সুবিন্যস্ত এবং পৃথিবীব্যাপী সম্প্রসারিত। এই কারণে হযরত মীর্যা সাহেবের অনুসারীগণ দাজ্জালী ফেতনাকে যথার্থভাবে প্রতিহত করার জন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথা আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাগণের হাতে তাঁরা তাঁহাদের জান, মাল,

সময়, প্রতিভা, অর্থ সম্পদ সবকিছুই সমর্পন করেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ বাড়ী-ঘর এবং পরিবার-পরিজন থেকে দূর-দুরান্তে কাজ-কর্ম করে যাচ্ছেন—নিজের স্বার্থে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, শুধু ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কল্পেই তাঁদের এই কুরবাণী, এই আত্মোৎসর্গ। আরো অনেকেই অপেক্ষা করছেন এরূপ কাজের জন্য-তাঁরা সদা-প্রস্তুত রয়েছেন। তাঁহাদের ইসলামের মসীহের জীবন প্রদায়ী হস্তের স্পর্শে এই সব অনুসারী যারা পূর্বে আধ্যাত্মিক মানদণ্ডে মৃতব্য ছিল তাঁরা নব-জীবনের আস্বাদে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—তাদের মাধ্যমে নব-যুগ এবং নব চেতনার দ্বার উন্মেচিত হয়ে চলেছে যার রজত রেখা দিক-চক্রাবলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

যদি আজ পৃথিবীতে এককভাবে এমন কোন ইসলামী প্রচারক থেকে থাকে যারা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র অথবা পাশ্চাত্যের অন্যান্য স্থানে একনিষ্ঠভাবে ইসলামের প্রচার, ইসলামের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ হতে ইসলামী শিক্ষাও সৌন্দর্যকে প্রতিহত করার কাজে সদা নিয়োজিত রয়েছে তবে তারা হলো আহমদীয়া মুসলমান প্রচারকবৃন্দ যারা মুহাম্মদী মসীহের হাতের স্পর্শে নব জীবন লাভ করেছে। তেমনিভাবে আজ আফ্রিকার দিগ-দিগন্তে যে সকল সত্য-সাধক মুসলীম প্রয়ণ নিরবে ক্রমাগতভাবে আফ্রিকান পৌত্তালিক এবং খ্রীষ্টানদের কাছে তৌহীদ তথা ইসলামের খাঁটি একেশ্বরবাদের শাশ্বত্ববাণী প্রচার করে যাচ্ছেন তারা হলো এই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ প্রচারক ও কর্মীবৃন্দ—যারা এক নব-জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্যে উদ্বেলিত হয়েছে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অনুসরণে এবং এতায়াতের মাধ্যমে। এই মুহাম্মদী মসীহেরই অনুসারীগণই সেই দল যাহারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে চলে গিয়েছে অথবা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে—ইসলামের মহান বাণী তথা ইসলামী আকায়েদ, ইসলামী ইবাদত, ইসলামী জীবনাদর্শ এবং ইসলামী জীবন-পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ প্রচারের জন্য।

নব-জীবনের প্রাণ প্রাচুর্য

আধ্যাত্মিক জীবনের ইসলামী রাজপথ আজ পুনরায় প্রাণ-প্রাচুর্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে—কে এই নিদর্শনগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে? পৃথিবীব্যাপী আমাদের ৬০ বা ৮০ কোটি (বর্তমানে ১০০ কোটির ও বেশী হতে পারে) মুসলমানের মধ্যে কতজন তাদের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে অমুসলিম জন-সমাজে ইসলামের কথা বলছে এবং ইসলামের প্রচার কার্য একনিষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনা করছে? কিন্তু শত শত আহমদী মুসলিম ধর্ম প্রচারক তাহাদের নিজ ঘর-বাড়ী ছেড়ে দুর-দুরান্তের দেশসমূহে এবং দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের প্রচার কল্পে চলে গিয়েছে এবং সর্ব প্রকার প্রতিকুলতা সত্বেও আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজলে উত্তরোত্তর প্রচার সাফল্য অর্জন করে চলেছে। তাদেরও বাড়ী ঘর পরিবার পরিজন, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা এবং দায়-দায়িত্ব রয়েছে। তাহারাও অন্যদের মত নিজ নিজ গৃহে থেকে নিজেদের পেশা এবং কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে পারতো।

কিন্তু তাঁরা মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর কাছ থেকে এক নব-জীবনের অভিষেক লাভ করেছেন এবং সেই নব-জীবনের মহাদানকে অন্যদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তারা সকলেই দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ।

আর জীবন থেকেই উৎসারিত হয় নতুন নতুন জীবন। হযরত মীর্যা সাহেবের সহচর্যে এবং শিক্ষায় তাঁর অনুসারীগণ যে নব-জীবন এবং নব-চেতনা লাভ করেন তার ফলশ্রুতিতে এই সকল শিষ্যমণ্ডলীও অন্যদের মধ্যে নব-জীবন দানের সমর্থ লাভ করেন। এইভাবে জীবন থেকে জীবন—আলোক থেকে আলোকের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। হযরত মীর্যা সাহেবের জীবন প্রদায়ী এই ক্ষমতা, এই আধ্যাত্মিক শক্তি বস্তুতঃপক্ষে খোদাতায়ালার 'খাস ফজল' বা বিশেষ অনুগ্রহেরই মহা-সাক্ষ্য স্বরূপ তাঁর জীবন-প্রদায়ী এই ক্ষমতা শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উৎসারিত হয়েছে—এবং এই নব-জীবন সৃষ্টির ধারা সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে—শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে এবং তাদের সমর্থ এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এই প্রক্রিয়া বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে তাঁরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করতে সক্ষম। তাঁহাদের বিশ্বাস সকল সমস্যা ও সংশয়ের জগদ্দল পাথরকে গলাতে পারে এমন কোন মতবাদ বা চিন্তা ধারাকেই তাঁরা ভয় পায় না। আল্লাহ্‌র সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের যে অনুগ্রহ রাজ তথা সত্য স্বপ্ন কাশফ ও অহী ইসলাম দ্বারা হযরত মীর্যা সাহেব স্বয়ং বিভূষিত হয়েছেন, সেই অনুগ্রহের ধারা তাঁর কাজ থেকে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে জীবন্ত খোদা তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাহাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে তাঁর সন্তুষ্টি এবং সমর্থনের পথ প্রদর্শন করেন তারা আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে সাহস এবং অভয় বাণী লাভ করেন।

দোওয়ার কবুলিয়ত এবং বিশেষ ঐশী সাহায্য দ্বারা তাঁরাও অনুগৃহিত হয়ে থাকেন। এই রুহানী আশীষ ধারা তাদের মাধ্যমে প্রবাহমান রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধবাদী শত্রুরা পরাজয় বরণ করছে, অবমাননার শিকার হচ্ছে। তাহাদের আত্মত্যাগ এবং কুরবানী পুরস্কৃত হচ্ছে, বহুগুণে পুরস্কৃত হচ্ছে। তারা একাকীত্ব অথবা পরিত্যাক্ত বোধ করেন না—কারণ আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তাহাদের রক্ষা করেন, রক্ষা করেন তাহাদের সেই সকল কাজ যেগুলো তারা ইসলামের খেদমতের জন্য প্রত্যহ সম্পাদন করে চলেছেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমে প্রকাশিত জীবন প্রদায়ী শক্তিসমূহের সুস্পষ্ট প্রকাশ বস্তুতঃপক্ষে তাঁরই অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেবেরই জীবন প্রদায়ী ক্ষমতার প্রতিফলিত অনুগ্রহ বিশেষ। আর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবন প্রদায়ী ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাদাতা প্রভু পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন-প্রদায়ী শক্তিসমূহেরই প্রতিফলন। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে ইলহামীভাবে জানিয়েছেন: "কুল্লু বরকাতেম মিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম"—অর্থাৎ সকল বরকত বা কল্যাণের উৎস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অনুরূপ আর একটি ইলহাম হলো:

"ধন্য সেই শিক্ষাদাতা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ধন্য সেই শিক্ষা গ্রহণকারী (অর্থাৎ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। (ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

"মসীহে মওউদ দিবস"

২৩শে মার্চ—ধর্মের ইতিহাসে এক কালবিজয়ী পবিত্র দিবস

হিঃ ত্রৈয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং হিঃ চুতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল ইসলামের জন্য ভয়ানক নাজুক এবং অবক্ষয়ের যুগ। সেই ঘোর অন্ধকার যুগেই পৃথিবী জোড়া মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পতন ও বিশৃঙ্খলা অবস্থার সুযোগ লইয়া ইসলাম-দুশমন শক্তিগুলি বিশেষতঃ খ্রীষ্টানগণ দ্বীনে-ইসলামকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। কিন্তু চতুর্মুখী সমস্যায় জর্জরিত মুসলমানগণ উহার মোকাবেলায় নিজদিগকে সম্পূর্ণ নিরুপায় ও অসহায় অনুভব করে। ঠিক সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন যুগসন্ধিক্ষণেই ইসলামের তরীকে সর্বগ্রাসী ঝড়ঝঞ্ঝার কবল হইতে রক্ষা করার এবং উহাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জয়যুক্ত ও সাফল্য মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধর্ম গ্রন্থে সুস্পষ্টতঃ লিপিবদ্ধ তাঁহার পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু :)-এর আধ্যাত্মিক দাস ও রুহানী পুত্র হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী হিসাবে জগতবাসীর নিকট অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও স্বর্গীয় সাহায্য এবং জ্বলন্ত নিদর্শনাবলীর অপরাজেয় শক্তি সহকারে প্রেরণ করেন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁহার মাধ্যমে এক স্বর্গীয় সংগঠন ও পবিত্র জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহাকে এই আদেশ দেন:

"যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হও তখন তুমি আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা কর এবং আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে আমারই পবিত্র বাণী ও নির্দেশ অনুযায়ী (জামাতী সংগঠনের) এক বিশেষ তরী নির্মাণ কর। যাহারা তোমার হস্তে বয়াত করিবে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার হস্তে বয়েত করিবে। তাহাদের হস্তের উপরে আল্লাহ্র হস্ত স্থাপিত।"

(ইশতেহার, ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং)

তদনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাহার প্রেমিক ও ভক্তদিগের একটি কর্মঠ ও সুসংগঠিত রুহানী জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বয়েত গ্রহণের পূর্বে তাঁহার অনুসারীদিগকে সেই বয়েত-অঙ্গীকারের গুরুত্ব ও মৌলিক শর্তাবলী সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং তারিখে 'তকমীলে তবলীগ' নামে একটি ইশতেহার বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। উহাতে লিপিবদ্ধ বয়েতের দশটি শর্ত 'আহমদী'-এর অত্র সংখ্যার কভারের ভিতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত দশ শর্ত সম্বলিত ইশতেহার প্রকাশের পর হজরত আকদাস (আঃ) কাদিয়ান হইতে লুধিয়ানা গমন করেন। সেখানে তিনি ৪ঠা মার্চ ১৮৮৯ইং আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বয়েতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে গিয়া বলেন:

"বয়েত গ্রহণের এই ধারাবাহিক শৃঙ্খল ও ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল শুধু তকওয়াশীল ব্যক্তি

দিগকে একটি জামাতে একত্রিত করা, যাহাতে এরূপ মুত্তাকীদের একটি ভারী দল জগৎবাসীর উপর তাহাদের 'নেক আসর' বা সুপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন এবং তাহাদের ঐক্য ও সংহতি ইসলামের জন্য বরকত ও আজমত এবং পরম কল্যাণের কারণ হয় এবং তাহারা একক কলেমার উপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রসাদে ইসলামের পবিত্র খেদমত এবং গুরুত্বপূর্ণ সেবা-কার্যে যথাযত প্রয়োজনে ত্বরিৎ নিয়োজিত হইতে পারেন।"

সেই বিজ্ঞপ্তিতে হুজুর আকদাস (আঃ) এ নির্দেশও প্রদান করেন যে, বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণকারীগণ যেন ২০শে মার্চের পরে পরেই লুধিয়ানায় পৌছান। সুতরাং হুজুর আকদাস (আঃ)-এর হুকুমাদ মোতাবেক বহু মুখলেস ভক্ত লুধিয়ানায় উপস্থিত হন। সেখানে ২০শে রজব ১৩১০ হিঃ মোতাবেক ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ইং হুজুর আকদাস (আইঃ) তাঁহার এক বিশিষ্ট মুরিদ হযরত মুন্সী আহমদ জান সাহেব (রাঃ)-এর গৃহে সর্বপ্রথম ৪০ জনের পৃথক পৃথক ভাবে নিম্নরূপে বয়েত গ্রহণ করেন :

"আজ আমি আহমদ (আঃ)-এর হস্তে আমার পূর্বকৃত সমুদয় পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে তৌবা করিতেছি যেগুলিতে আমি পূর্বে লিপ্ত ছিলাম, এবং সর্বান্তঃকরণে দৃঢ় ইরাদা সহকারে এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার বিবেক-বুদ্ধি ও সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সকল প্রকার গোনাহ হইতে বিরত থাকিব। দ্বীনকে যাবতীয় পার্থিব আরাম-আয়াশ এবং প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার উপর শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিব এবং ১২ই জানুয়ারী তারিখে ঘোষিত দশ শর্তের উপরে যথাসাধ্য কার্যতঃ কায়েম থাকিব। এখনও আমি আমার বিগত গোনাহর জন্য খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

আসতাগফিরুল্লাহ রাব্বি, আসতাগফিরুল্লাহ রাব্বি, আসতাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লে যান্‌বিও ওয়া আতুবু ইলাইহে। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসুলুহু।

রাব্বে ইন্নি জালামতু নাফসী ওয়াতারাফতু বেযানবি ফাগ্‌ফিরলি যনুবী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফেরুয্‌ যুনুবা ইল্লা আনতা।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৭-৭৮)

ইহা ছিল বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ইং তারিখে ৪০ জন পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পবিত্র হাতে হাত দিয়া বয়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ ঐতিহাসিক বয়েতের সঙ্গে সঙ্গেই আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইসলামের পুনর্জাগরণের মুবারক যুগের সূচনা ঘটে যে সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদিস ও ঐশী গ্রন্থাবলীতে পূর্ব হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। উহারই সুফল হিসাবে শত বিরোধিতা, অত্যাচার ও পর্বত সম বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ জগতের প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃত এক কোটিরও উর্ধে সত্যনিষ্ঠ আহ্‌মদী ইসলামের প্রতিশ্রুত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের পতাকার নীচে একত্রিত হইয়াছেন এবং জগতের উপর তাহাদের নেক প্রভাব বিস্তার করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও জ্বলন্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রেম ও পুণ্য ও আত্মোৎসর্গের ইসলামী আদর্শের মশাল ধরিয়া সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের নির্ধারিত লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসরমান রহিয়াছেন। জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ৯২ বৎসরের ইতিহাস ইসলামের পবিত্র কলেমাকে সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত করার ইতিহাস, তত্ত্ববাদ সহ ইসলাম বিরোধী সকল ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে উহাদের সকল প্রকার আপত্তি ও আক্রমণকে

সন্তোষজনক উপযুক্ত উত্তর দানে প্রতিহত ও নির্মূল করার ইতিহাস, পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩০টি ভাষায় উহার তরজমা ও নজিরবিহীন বিশদ তফসীর সহ প্রচারের ইতিহাস, জগতের সকল মহাদেশে প্রায় ৬০টি দেশে ইসলামের সক্রিয় প্রচার-কেন্দ্র ও মসজিদ স্থাপনের গৌরবময় ইতিহাস, যে ইতিহাসের পাতায় ও ছত্রে-ছত্রে জিন্দা ঈমান এবং সম্মান সম্পদ ও জীবনের কুরবানীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলীর আলো বিচ্ছুরিত হইয়া চলিয়াছে।

পরিশেষে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ঐতিহাসিক ঘোষণা ও ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়া শেষ করিতেছি :

"সত্যের বিজয় হইবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসিবে, যাহা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় পূর্ণ গৌরব সহকারে উদিত হইবে, যেমন পূর্বে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু এখনো এরূপ হয় নাই। যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে আমাদের রক্ত জলে পরিণত না হইবে, আমরা আমাদের যাবতীয় আরাম তাঁহার বিকাশের জন্য বর্জন না করিব এবং ইসলামের গৌরবের জন্য সকল অপমান বরণ না করিব, সেই পর্যন্ত আকাশ সেই সূর্যের উদয় বন্ধ রাখিবে। ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হইতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। উহা কি? উহা এই পথে আমাদের মৃত্যু বরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে।" (ফতেহ্-ইসলাম, পৃঃ ১২-১৩ ; ১৩০৮ হিঃ সনে প্রণীত)

"হে মানবমণ্ডলী! শুনিয়া রাখুন যে, ইহা সেই খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই জগতকে সকল দেশে বিস্তার দান করিবেন এবং যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনের আলোকে সকলের উপরে তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করিবেন। সেই দিন আসিতেছে বরং ঘনাইয়া আসিয়াছে যখন জগতে ইহাই (ইলহাম তথা আহমদীয়ত) একমাত্র ধর্ম হইবে যাহা সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হইবে। খোদাতায়ালা এই ধর্ম এবং এই সেলসেলায় চরম পর্যায়ে এবং অলৌকিকরূপে বরকত দান করিবেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য চিন্তান্বিত তাহাকে তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিবেন। এবং ইহার এই প্রাধান্য ও বিজয় চিরস্থায়ী হইবে, এমনকি কিয়ামত আসিয়া যাইবে।" "আমি তো একটি বীজ বপন করিতে আসিয়াছি।" (তাজকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন, পৃঃ ৯৬—৯৭ ; ১৯০৬ইং সনে প্রণীত)

আহমদীয়াতের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে কুরআন শরীফ এবং আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু :)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যে, আখেরী জামানায় মসীহে মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারাই ইসলাম জগতে অপর সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করিবে—লে ইউজহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি—সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে এবং উহার বাকীটুকুও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হইবে। ইনশাআল্লাহুল কাদীর।

"কুদরত মে আপনি বাতকা দেতা হ্যায় হক সবুত। উস্ বেনিশাঁ। কি চেহরা নুমাই ইয়েহি তো হ্যায়।

জিস্ বাত কো কহে কেহ্ করুঙ্গাঁ। ম্যায় উয়োহ্ জরুর টলতি নাহি উয়োহ্ বাত খোদাই ইয়েহি তো হ্যায়।।"

—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

একটি গুরুত্বপূর্ণ খোৎবা

হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর কল্যাণ ও হিতৈষণা ক্ষমতা অতি ব্যাপক ও সুপ্রসারিত।

মানবজাতির প্রতি কল্যাণ ও হিতৈষণা প্রদর্শনে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ করুন।

জুলুম ও ফসাদ এবং প্রতিশোধ হইতে দুরে থাকিয়া জুলুম ও ফাসাদকে রোধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হউন।

দোওয়ায় রত থাকুন যেন আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে আক্কেল-বুদ্ধি ও সুমতি দান করেন যাহাতে তাহারা অত্যাচার, অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথ পথ পরিহার করিয়া শান্তি, প্রীতি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত হয়।

রাবওয়া : ৮ই ইহসান/'৭৯ জুন—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ মস্‌জিদ আকসায় জুমার নামাযের পূর্বে খোৎবা প্রদান পূর্বক মানবজাতির প্রতি হিতাকাঙ্খা ও হিতৈষণা প্রদর্শনে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া হাসানা বা উৎকৃষ্টতম আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি প্রাঞ্জলরূপে মনোযোগ অকর্ষণ করেন। হুজুর বিশদভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর কল্যাণ ও হিতাকাংখার শক্তি ও ক্ষমতা অতি ব্যাপক ও সুপ্রসারিত। তাঁহার হিতাকাংখা ও কল্যাণ মানবজীবনের প্রতিটি শাখা এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল ও ভূখণ্ডকে বেষ্টিত করিয়াছে, এবং তদনুযায়ী তিনি অতিব সুন্দর ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যে জুলুম ও ফাসাদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জুলুম ও ফাসাদকে রোধ করিতে চেষ্টিত হও। তিনি জুলুম-অত্যাচার, ফাসাদ ও উশৃংখলতাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং জুলুম ও ফাসাদের পথ অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যখন জাগতিক প্রচেষ্টা এবং উপকরণ সমূহের কোন ক্রিয়া বা সুফল পরিলক্ষিত হয় না, তখন রুহানী পথ ও উপকরণসমূহ অবলম্বন কর—অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া কর যেন তিনি মানবজাতিকে আক্কেল-বুদ্ধি ও সুমতি দান করেন যাহাতে তাহারা অত্যাচার ও উশৃঙ্খলতার পথ পরিহার করে এবং শান্তি, প্রীতি ও নিরাপত্তার পথসমূহে পরিচালিত হয়।

হুজুর বলেন যে, আজিকার জগতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, মানুষ মানুষকে ভালবাসিতেছে না, বরং মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলিতেছে। কোথাও শেতাঙ্গগণ কৃষ্ণাঙ্গগণের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিতেছে। আবার কোথাও স্বয়ং শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গগণের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ চলিতেছে এবং কোথাও স্বয়ং কৃষ্ণাঙ্গগণই একে অন্যের সহিত বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। মোটকথা, আজিকার দুনিয়াতে মানুষ মানুষের জন্য সুখের বদলে, দুঃখ ও ও ক্লেশ উৎপাদনের চেষ্টায় মাতিয়া আছে। আমরা যে আহমদী মুসলমান—যাহারা নবী আকরাম (সাঃ)-এর দিকেই আরোপিত হই—আমরা মানবজাতির এই দুঃখ-বেদনা হস্ত দ্বারা

তথা বল প্রয়োগে রাধ করার সামর্থ্য রাখি না। এবং যেখানে আমাদের বল প্রয়োগে রোধ করার শক্তি-সামর্থ্য থাকে সেখানেও আমরা এজন্য বল প্রয়োগ করি না, যাহাতে ইহার অধিকতর ফাসাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে না পারে। আমাদের দোওয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তায়ালা মানবজাতিকে আক্কেল-বুদ্ধি ও সুমতি দান করেন যাহাতে মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং একে অন্যের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রদানে তৎপর হয়। বর্তমান সময়ের দাবী ও চাহিদা এই যে আমরা যেন দরদভরা দোওয়া সমূহের দ্বারা মানবজাতির খেদমত পালন করি, এত অধিক পরিমাণে দোওয়া করি যেন আল্লাহ্‌তায়ালা সেগুলিকে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করিয়া সমগ্র মানবজাতির জন্য সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং তাহারা একে অন্যকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে।

(দৈনিক আল-ফজল—৯ই জুন ১৯৭৯ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সংবাদ ঃ

একটি ঈমানবর্ধক সভা

ঢাকা—২০শে মার্চ, ১৯৮১ইং শুক্রবার জুম'য়ার নামাজের পরে পরেই কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে একটি কল্যাণপূর্ণ সভা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা করেন রাবওয়া হইতে আগত বুজর্গান—মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ, মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং জনাব এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেব।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০, ২১ ও ২২শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ উক্ত জলসা পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ সাপেক্ষে স্থগিত হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাত হইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মেহমানগণও উক্ত তারিখে ঢাকায় পৌঁছিয়া ছিলেন, সেইহেতু ২০শে মার্চ তারিখে জুমা নামাজের পরে অনুষ্ঠিত ঐ দিনের হাঙ্গামী জলসায় শ্রোতাবর্গের সন্তোষজনক উপস্থিতি ঘটে। কিছু সংখ্যক গয়র আহমদী মেহমানও আসিয়াছিলেন।

জুমা'র খোৎবা এবং উহার পর তিনটি বক্তৃতায় বুজর্গ বক্তাগণ অত্যন্ত সময়োপযোগী তত্ত্বপূর্ণ ও ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে উহার ফলে ৯জন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন। আল-হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, রাবওয়ার বুজুর্গান ২০শে মার্চ রাত্র ১২ ঘটিকায় বিমান যোগে মঙ্গলমত করাচী যাত্রা করেন। বিমানবন্দরে তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়ার সময় অনেক আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

(আহমদী রিপোর্ট)

নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার ৩১ তম সালানা জলসায় পাঁচ হাজার আহমদী প্রতিনিধির যোগদান

নাইজেরিয়া (পঃ আফ্রিকা)-এর জামতে আহমদীয়ার ৩১তম বার্ষিক জলসা ৬, ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ৮১ইং রাজধানী ল্যাগোসে আহমদীয়া সেটেলমেন্টে অতীব সাফলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে পাঁচ হাজার আহমদী প্রতিনিধি যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত আহমদীয়া সেটেলমেন্টে শিক্ষা ও প্রচারকেন্দ্র ব্যতীত কয়েকজন আহমদীর ঘর-বাড়ীও রহিয়াছে। রেডিও, পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে জলসার বিস্তারিত সংবাদ প্রচারিত হয়। টেলিভিশনে নাইজেরিয়ার আমীর ও মিশনারী মৌলানা মোঃ আজমল সাহেবের একটি ইন্টারভিউও প্রচারিত হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে বিশেষ বাণী পাঠিত হয়। তেমনি অওগো ষ্টেটের গভর্ণর এবং সিয়েরালিয়নের হাই কমিশনারও বাণী প্রেরণ করেন।

সীরাতুননবী (সাঃ) জলসা :

নাইজেরিয়ার ওগোন ষ্টেট স্পীকার অনারেবল আব্দুল গণী আজায়ে সাহেব আজীবো সারকিটের আহমদীয়া জামাতের উদ্যোগে টাউনহলে আয়োজিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) সভায় সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়া বলেন যে, শত শত মোবারকবাদ নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার প্রাপ্য এজন্য যে, তাহারাই এদেশের মুসলমানদের মধ্যে এই অনুভূতি ও চেতনা সঞ্চারিত করিয়াছেন যাহাতে মুসলমানগণ মুসলিম হিসাবে গর্ব বোধ করতঃ সর্ব সাধারণ্যে উহা প্রকাশ করিতে পারেন। তেমনি যে সকল মুসলমান পশ্চাদপদ ও হেয় বিবেচিত হওয়ার ভয়ে নিজেদের ইসলামী পারিবারিক নাম গোপন অথবা পরিবর্তন করিতেন তাহাদের মধ্যেও আহমদীরাই সাহস যোগাইয়াছেন। ইহার ফলে তাহারা প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেন। অনারেবল স্পীকার এই প্রসঙ্গে জামাত আহমদীয়া কর্তৃক যুক্তরাজ্য নাইজেরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রচার কেন্দ্রসমূহের কর্মতৎপরতার ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং উপস্থিতবৃন্দকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শের ছাঁচে নিজেদের জীবনকে ঢালার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। (আল-ফজল ১১ ও ৮ই মার্চ ৮১ইং)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা, ২৯শে মার্চ—আজ ঢাকা জামাতের উদ্যোগে ২৯শে মার্চ মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে যথাযত মর্যাদা সহকারে সাফলোর সঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব বদরুদ্দীন আহমদ সাহেব (এডভোকেট, রংপুর)। কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম আবৃত্তির পর হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মোকামও মর্যাদা তাঁহার সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী, তাহার প্রবর্তিত নেজামে ওসিয়ত, তাঁহার সীরাত ও বিপ্লবাত্মক অবদান এবং লিখনী সম্রাট হিসাবে মসীহ মওউদ বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন যথাক্রমে জনাব মকবুল আহমদ খান (আমীর ঢাকা জামাত), মৌঃ আবদুল আজিজ (সদর মুরুব্বী , মোঃ খলিলুর রহমান, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী), এবং শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবান। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ এবং দোওয়ার পর এই পবিত্র ও মনোজ্ঞ আলোচনা সভা সমাপ্ত হয়। উপস্থিত শ্রোতাদিগকে মিষ্টান্ন ও চাপানে আপ্যায়িত করা হয়। (আহমদী রিপোর্ট)।

সংকলন ও অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন যোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমরা এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press.
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar